15 APR 2016

জুলাই থেকে শুরু সর্বস্তরের আর্থিক শিক্ষা কর্মসূচি

■ সমকাল প্রতিবেদক

দেশের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে আর্থিক ব্যবস্থাপনা, বিশেষত সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে দক্ষতা গড়ে তুলতে 'ফিন্যান্সিয়াল লিটারেসি' বা 'আর্থিক শিক্ষা' নামে একটি জাতীয় কর্মসূচি নিয়ে কাজ করছে দেশের শেয়ারবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা ■ পৃষ্ঠা ৪ : কলাম ৮

জুলাই থেকে

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

বিএসইসি। স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে। এ ছাড়া শেয়ারবাজারে বিনিয়োগকারীসহ সাধারণ মানুষের আর্থিক বিষয়ে নানা প্রশ্নের জবাব দিতে ওয়েবসাইট তৈরি এবং টেলিফোন বা মোবাইলে প্রশ্নোত্তর পাওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

গতকাল সোমবার অনুষ্ঠিত 'আর্থিক শিক্ষা' কর্মসূচি বাস্তবায়নে গঠিত স্টিয়ারিং কমিটির প্রথম সভায় এ সিদ্ধান্ত হয়েছে। রাজধানীর বিএসইসি কার্যালয়ে সংস্থার চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আগামী জুলাই থেকে এ কর্মসূচি চালু করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। গতকালের সভায় কমিটির সদস্য ঢাকা ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের চেয়ারম্যান; সেন্ট্রাল ডিপজিটরি কোম্পানির তিন চেয়ারম্যান, তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলোর সংগঠন বিএপিএলসির সভাপতি, সদস্য সচিব এবং কমিশনের নির্বাহী পরিচালক সাইফুর রহমান উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া এ-সংক্রান্ত টেকনিক্যাল কমিটির আহ্বায়ক মাহবুবুল আলমও উপস্থিত ছিলেন।

বিএসইসি মুখপাত্র সাইফুর রহমান জানান, স্বল্পমেয়াদে অর্থাৎ ২০১৬ ও ২০১৭ সালে শেয়ারবাজারের বিনিয়োগকারী, শেয়ারবাজার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারী, সেনাবাহিনী, বিচারক এবং সাংবাদিকদের আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং এ-সংক্রান্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষমতা তৈরিতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এ ছাড়া দেশব্যাপী এ ধরনের প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা পরিচালনায় নির্বাচিত প্রশিক্ষকদেরও প্রশিক্ষিত করা হবে।

মধ্যমেয়াদি কর্মসূচিতে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারী, প্রকৌশলী, ডাক্তার এবং মধ্যম আয়ের ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এ কর্মসূচি চলবে ২০১৮ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত। দীর্ঘমেয়াদে অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারী, গৃহিণী, কৃষক, দিনমজুরসহ সর্বস্তরের মানুষকে এ কর্মসূচির আওতায় আনা হবে।

সাইফুর রহমান আরও জানান, কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রাথমিকভাবে সাড়ে ৭ কোটি টাকা সংগ্রহের পরিকল্পনা করা হয়েছে। নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিএসইসি ছাড়াও স্টক এক্সচেঞ্জ, সিডিবিএল, মার্চেন্ট ব্যাংক, ব্রোকারেজ হাউস, সম্পদ ব্যবস্থাপক কোম্পানি, তালিকাভুক্ত কোম্পানিসহ বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে এ অর্থ সংগ্রহ করা হবে। আগামী জুলাই মাসে জাতীয় পর্যায়ে একটি সেমিনারের মাধ্যমে কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হবে।